তারিখ 23 FEB 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

ট্রেজারি বিল ক্রয়ে চীনের নারির আহ্বান

এ ছাড়া পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ওপর চীনের প্রভাব আছে বলে স্বীকার

ইসেরে প্রথম বিদেশ

তিন দিনের জন্য রাফা ক্রসিং খুলে দিয়েছে মিসর

এপি জেরুসালেম

মিসর গাজা উপত্যকার রাফা ক্রসিং

আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে আছে শিক্ষা চ্যানেল চালুর সিদ্ধান্ত

আমানুর রহমান

প্রযুক্তিগত সুবিধা এবং প্রকৌশলগত সামর্থ্য থাকার পরও শুধু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে আছে শিক্ষা চ্যানেল চালুর সিদ্ধান্ত। আর মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান না থাকায় বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) শিক্ষাবিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে আগ্রহী হচ্ছে না। রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেল ও রেডিও সেন্টার যথাক্রমে বিটিভি ও বাংলাবেশ বেতার অনেকটা বাধ্য হয়েই নিম্নমানের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। এ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে বিটিভি ও বেতারে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) শিক্ষাবিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময় বাড়ানো হবে।

সর্বজনীন শিক্ষার দাবি এবং শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পৃথক একটি শিক্ষা চ্যানেল চালু করার দাবি সর্বমহলে থাকলেও নানা প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে তা আটকে আছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ২৪ ঘণ্টার জন্য এ ধরনের একটি চ্যানেল চালু করার ব্যাপারে বিদায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সিদ্ধান্ত হলেও তা আর বাস্তবায়িত হচ্ছে না। বিষয়টি 'কস্ট ইফেকটিভ' নয় এবং এ ধরনের চ্যানেল চালু করতে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ১২৫ কোটি টাকা ও পরবর্তী পর্যায়ে মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং জনবলের বেতনভাতা বাবদ প্রতি বছর ৪০-৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে বলে মত দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল ট্রান্সমিশন চালু হলে বিটিভি'র মধ্যে একটি আলাদা শিক্ষা চ্যানেল চালু করা যেতে পারে। এটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি। কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের প্রস্তাব বাস্তবসম্মত ও সাশ্রয়ী নয়। তবে আগামী ১০-১২ বছর পর এ ধরনের প্রকল্প ব্রডকাস্টিং ব্যয়-সাশ্রয়ী হতে পারে। কিভাবে এত বছর পর প্রকল্পটি ব্যয়-সাশ্রয়ী হলেও তা বলা হয়নি বৈঠকে।

বাউবি'র সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানায়, পৃথক একটি শিক্ষা চ্যানেল চালু করতে বাউবিতে পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম পড়ে রয়েছে। এসব সরঞ্জাম ব্যবহারের অভাবে বিকল হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের অভাবেই এগুলোকে সচল বা চালু করা যাচ্ছে না। বাউবি'র মিডিয়া সেন্টার থেকেই শিক্ষা চ্যানেল চালু করার মতো অবকাঠামোও রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে অনাগ্রহের কারণে বাউবি একক সিদ্ধান্তে মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান তৈরিতেও উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। এ দিকে সম্প্রচারের জন্য পর্যাপ্ত সময় না পাওয়ার কারণে সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের চেয়ে বাণিজ্যিক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারে অধিক মনোযোগী হওয়ার কারণে কেউ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান তৈরি করতে যাচ্ছে না।